ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

<u>স-২০০৫</u>

আগরতলা,২ ডিসেম্বর,২০২৪

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

"খোয়াই জেলা হাসপাতালে কেলোর কীর্তি, পরিষেবায় সিভিল কর্মচারী" শিরোনামে আজ ২ ডিসেম্বর, ২০২৪ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো হয়েছে, গত ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ আনুমানিক দুপুর ১.৩০ টা নাগাদ অপরূপা দাস নামে এক রোগীনি তার স্বামী ও বোনকে নিয়ে খোয়াই জেলা হাসপাতালে এসেছিলেন। হাসপাতালে আসার পর কর্তব্যরত নার্সিং অফিসার প্রণামিকা দেববর্মা রোগীনিকে আয়রন ইঞ্জেকশন প্রদান করেন ও নর্মাল স্যালাইন দেওয়া শুরু করেন। এরপর এই ওয়ার্ডে একে একে প্রায় চারজন রোগী ভর্তির জন্য আসেন। কর্তব্যরত নার্সিং অফিসার রোগীদের স্যালাইন ও ইঞ্জেকশন দিতে ব্যস্ত থাকায় সে সময় অপরূপা দাস-এর স্যালাইন শেষ হয়ে যায় এবং স্যালাইনের সুঁই অপসারণের জন্য নার্সিং অফিসারকে ফোন করেছিলেন। নার্সিং অফিসার অন্যান্য রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তিনি, জিডিএ শিখা শুক্ল দাসকে সুঁই অপসারণ করতে বলেন। তখন জিডিএ কর্মী স্যালাইনের সুঁচ অপসারণ করার সময় সুঁচটি সরানোর সময় রোগীনির দুই তিন ফোঁটা রক্ত বের হয়ে আসে। তাতে রোগীনির পরিজনেরা মেডিকেল সুপারিটেনডেন্টের কাছে এই ঘটনার অভিযোগ জানান। এরপর কর্তব্যরত নার্সিং অফিসার রোগীনির পরিজনদের রক্ত বের হবার কারণটি বুঝিয়ে বলেন। এছাড়া মেডিকেল সুপারিটেনডেন্ট যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না হয় সেক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে কর্মীদের নির্দেশ দেন।

*****